চিলেকোঠা

BANGLADARSHAN.COM

জ্যোৎস্না মন্ডল

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
জাগ্রত প্রেম	৩
বন্ধু	৪
বাদল দিনে	৫
মুখোমুখি	৬
আজ ২২শে শ্রাবণ	৭
জ্ঞানচক্ষু	৮
যে গৌরাঙ্গ সেই হরি	৯
স্বাধীনোত্তর বাংলার নারী	১০
মনের ঠিকানা	১১
রঙ্গিলা নাও এর মাঝি	১২
দরশন	১৩
চিলেকোঠা	১৪
তাসের ঘর	১৫
মনের খবর	১৬
খুশির জোয়ারে	১৭
মিলন	১৮
আলেয়া	১৯
নাড়ীর টান	২০
পীরিতি	২১
শুভদৃষ্টি	২২
অভিলাষী মন	২৩
নিঃশব্দ অভিমান	২৪
নষ্ট মেয়ে	২৫
পথ ও পথিক	২৬
বন্ধুর লাইগ্যা	২৭

BANGLADARSHAN.COM

জাগ্রত প্রেম

জাগিয়েছে প্রেম মনের গভীরে
নদী ভরা আজ কানায় কানায়,
ঘন বরষায় প্রেমের বাগিচা
ফুলে ফুলে সৌরভ ছড়ায়।

আকাশে আজ জল ভরা মেঘ
ভাবুক কথা মনের পাতায়,
লিখি তোমারে কত শত কথা
রঙিন হরফে কল্পনার খাতায়।

এসো প্রিয় আজ আমার ঘরে
সম্মতি দাও মোর বাসনায়,
বরণ করিব সুরের আগুনে
ভাসিব দোঁহে এল লহমায়।

BANGLADARSHAN.COM

বন্ধু

বন্ধু হল.....
ছেলেবেলার বিকেল হলে খেলতে যাওয়া,
বন্ধু হল.....
ভালো খাবার না বলে নিয়ে খাওয়া।

বন্ধু হল.....
মনের কথা নির্দ্বিধায় খুলে বলা,
বন্ধু হল.....
একমনে পায়ে পা মিলিয়ে চলা।

বন্ধু হল.....
ভুল হলে নির্বিরাদে মিটিয়ে নেওয়া,
বন্ধু হল.....
ভালোবেসে বন্ধুর ভুল শুধরে দেওয়া।

BANGLADARSHAN.COM

বন্ধু হল.....
বিপদের দিনে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া,
বন্ধু হল.....
বন্ধুর মুখে হাসির ঝলক দেখতে চাওয়া।

বাদল দিনে

এক আকাশ সাজানো বাগানে
যেন আজ নব জাগরণ,
সীমানা পেরিয়ে চলে আসা
চোখে হাতছানির স্বপন।

জানিনা তার মনের খবর
দুটি হাতে আজ গোলাপের সজ্জা,
গালের টোলে এঁকে দিলাম
না বলা অনেক লজ্জা।

যারে চাহ তুমি মনের মাঝারে
অনুভবে সে তোমারেই খোঁজে,
সাগরের ঢেউ উথাল পাথাল
না বলা বাণী তোমারে বোঝে।

BANGLADARSHAN.COM

সুরের আকাশে কাছে যেতে চায়
মেতেছে হৃদয় এ বাদল দিনে,
হৃদয়ের কাঁপন নদী শুধু বোঝে
জানি না সে জন নেবে কী চিনে।

মুখোমুখি

এ সংসারে আছে কজন
সবার চেয়ে সুখী,
জীবন যেন মাঝ দরিয়ায়
ঢেউয়ের মুখোমুখি।

সাজানো ঐ ফুলের বাগানে
কত রঙের ফুল ফোটে,
কেউ স্থান পায় দেবতার চরণে
কেউ বা ধুলায় লোটে,
প্রেমের জোয়ার জাগাও প্রাণে
দিও না তাতে ফাঁকি।

ফুলের দেশে নতুন বেশে
বাদল ও মেঘ উঠল হেসে,
ভাবনারা আজ বৃষ্টি সুখে
মেলেছে ডানা মুগ্ধতার রেশে,
চালাও তরী আলোর পথে
যতটুকু আছে সময় বাকি।

BANGLADARSHAN.COM

আজ ২২শে শ্রাবণ

আজ ২২শে শ্রাবণ.....
মানুষের অন্তঃকোণে তুমি বিশ্বকবি,
উদিত সর্বকালের প্রভাত রবি,
হারকে জিনেছ কঠিন ব্রতে
লেখণীতে তোমার ধনুক ভাঙ্গা পণ।

আজ ২২শে শ্রাবণ.....
কলমে তোমার সুখের অভিব্যক্তি
সমানে বর্ষে দুঃখের নির্যাস,
শান্তির খোঁজে নীরবে নিভৃতে
করেছ কত শত কথার বিন্যাস,
দুঃখকে আড়াল করে
অপরের সাথে করেছ সুখের আলাপন।

BANGLADARSHAN.COM

আজ ২২শে শ্রাবণ.....
তোমায় স্মরি প্রতি মুহূর্তে
গানের মাঝে কথার ফাঁকে,
তুমি এসে যাও মনের গভীরে
আপন চলায় পথের বাঁকে,
সম্মুখে তুমি আজো দাঁড়িয়ে
তোমায় করিগো নমন।

জ্ঞানচক্ষু

আজ ভোরে নয়ন মেলে দেখি
সাদা মেঘগুলি পূব পানে ধায়,
মুগ্ধতা নিয়ে বসি নিরালায়,
কত শত কথা দানা বাঁধে কবিতায়।

চাওয়া পাওয়ার হিসাব মেলাতে গিয়ে
দেখা হল মনের পাতায়,
জাবদা খাতা খুলে দেখি
টান পড়ে যায় পাওয়ায়।

ছুঁয়ে যায় মন আগের মতোই
নেবার মতো মন যারে চায়,
একুল ভেঙ্গে ওকুল গড়ে
হিসেব থাকে চিত্রগুপ্তের খাতায়।

BANGLADARSHAN.COM

বিশ্বখানার সংসারে ভাই
জড়িয়ে আছি অসীম কালের মায়ায়,
কেউ নীলকণ্ঠ, কেউ বা ভোগী,
চিনে লও তারে আপন জ্ঞানের মহিমায়।

যে গৌরাঙ্গ সেই হরি

গৌরাঙ্গের নাম বলতে গিয়ে
মুখে হরি এসে যায়,
অন্তরে যে তোমায় রাখি
এ মন তোমার দরশন চায়।

গৌর বর্ণ অঙ্গ যার
তোমার কৃপা অপার
হরি বলে ডাকলে কাছে
গৌরাঙ্গ এসে যায়।

তিনকালের শেষে এসে
তোমায় খুঁজি মলিন বেশে
এতদিন মোহের বশে
তোমায় ভুলে ছিলাম হায়।

BANGLADARSHAN.COM

স্বাধীনোত্তর বাংলার নারী

স্বাধীনোত্তর বাংলার একজন
স্বাধীন নারী হয়ে বলছি
সত্যিই কি আমরা স্বাধীন?
প্রথমত কৈশোরে পিতার অধীন
যৌবনে স্বামীর অধীন
বার্ধক্যে সন্তানের অধীন
এই গোটা জীবনে
স্বাধীন হলান কবে আমি?

রাস্তা ঘাটে চলতে গিয়ে
ফিরতে হবে আগে ভাগে
বেশী রাত করা চলবে না মোটেই
জীবন যে বড্ড দামী,
এই গোটা জীবনে
স্বাধীন হলাম কবে আমি?

BANGLADARSHAN.COM

স্বাধীন স্বাধীন করে নারী
চীৎকার তুমি যতই করো,
তোমরা যে সব বোকার দল
মুক্তি চাইতে তর্ক করো,
যাঁতার কলে পিষছে পুরুষ
ওরাই যে ক্ষমতাশালী
স্বাধীনোত্তর বাংলার নারী
আজও যে বিপথগামী।

মনের ঠিকানা

কতো কঠিন কথা মানুষ বলে সহজে
নরম মাটি জলে নিমেষে গলে ভেজে
মনের হদিশ পাবে সেই জন
যে জন দিবানিশি পরম গুরু ভজে।

গুরু দেখায় খাঁটি সুখের পথ
ও তুই চিনলি নারে অবোধ মনে সুখের রাজপথ
যেদিন মন তোমার শুদ্ধ হবে
আনন্দ খুঁজে পাবে সকল কাজে।

গুরু যে পথ দিয়ে যাবেন
অনুসরণ কোরো তারে ছাড়ি সিংহাসন
বিষয় আশয় বিষের মতন
কাঁটা বেঁধে পথের মাঝে।

BANGLADARSHAN.COM

রঙ্গিলা নাও এর মাঝি

ওরে ও রঙ্গিলা নাও এর মাঝি
ডিঙা ভাসাও নাও ভাসাও
মন ভাসাও কেমনে,
মাঝ দরিয়ার মাঝি তুমি
খেয়াল রাখো সমুখ পানে।

ওরে ও রঙ্গিলা নাও এর মাঝি
তোমার নাওয়ের যাত্রী মোরা
চলছি মোহনার টানে,
ভাটিয়ালী সুরের ভেলায়
মন ভাসালে রঙিন স্বপনে।

ওরে ও রঙ্গিলা নাও এর মাঝি
কত্ত রঙের বাতি জ্বালাও
মনের ভিতর দোকানে,
অকুল দরিয়ায় ভেলা ভাসাইলা
কেউ না তা জানে।

BANGLADARSHAN.COM

দরশন

যৌবনা চাঁদ আমায় ডাকে
গভীর রাতে মধু মিলনে,
তোমার রূপের চ্ছটায় হলাম পাগলিনী
আনমনে,
সখা আজ চপল চিত্তে
মোর পানে চাও.....

না হেরিলে মুখখানি, না জড়ালে কথায়,
সকল নিয়ে বসে আছি আজও
কালা তোমারই অপেক্ষায়,
দিবানিশি আকুল পরাণ
পীরিতের আগুনে পোড়াও.....

BANGLADARSHAN.COM

ভ্রমরা কাজল নয়নে হেরি
তোমার রূপের বাহার,
মেঘ রঙা শাড়ি শশীর পরনে
অন্তরে দরশন কালার,
মধু যামিনী কাটাবো দোঁহে
এ মন রূপসাগরে ভাসাও.....

চিলেকোঠা

মন খারাপ হলেই এক ছুটে চলে যেতাম
চিলেকোঠার ঘরে,
লুকিয়ে চিঠি পড়ার জন্য চিলেকোঠার
ঘরটি ছিল বেশ মানানসই,
চিলেকোঠাকে একান্ত আমার করে পেতাম।

কত সময় পেরিয়ে যেত বোঝার মন ছিলনা,
নিজের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো বড্ড দামী ছিল,
খুঁজে কেউ পেতনা আমায়.....
হারিয়ে যাবার আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতাম।

একটি চড়ুই ঘুলঘুলিতে বাসা বেঁধেছিল,
দেখতো আমায় হাসছি কখনো, কখনো কাঁদছি
কখনো আবার চুপচাপ বসে আছি বোকার মতো,
মন খারাপের সময়গুলো কাটতে চাইত না কিছুতেই,
আমার বাল্যমন একাকীত্বে ভরিয়ে রাখতাম।

BANGLADARSHAN.COM

একদি অম্বরীশ আমায় অন্যায়ভাবে অস্বীকার করল,
ভালোবাসার বেড়াজাক থেকে নিজেকে
ছাড়ানোর প্রচেষ্টা চলতে থাকে চিলেকোঠার ঘরে বসে,
আমি আরো আঁকড়ে ধরলাম চিলেকোঠার ঘরটিকে,
আমার জীবনের সুখ দুঃখের সাক্ষী হয়ে রইল
চড়ুই পাখি আর চিলেকোঠা ঘর,
মনের গভীরে সব যত্ন করে রাখলাম।

তাসের ঘর

রঙ্গমঞ্চে আমরা সবাই নাট্যপালের অংশীদার,
বাছাই করি গল্প কাহিনী জীবন খাতার,
এই বেশ ভালো আছি বলতে গিয়ে যাই থমকে,
আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে উঠি চমকে,
আমরা ভালো থাকার দেশে বানাই তাসের ঘর।

লিখেছিনু ভালোবাসার মানুষের নাম বালুকাবেলায়,
ঢেউ এসে নিমেষে সে নাম মুছে দিয়ে যায়,
অভিনয়ের মোড়কে জীবনটা মুড়ে নিয়ে,
পালার ভীড়ে মিশে যায় মন মিথ্যা অভিনয়ে,
জীবন গাঁথা লেখনীতে রয় হয়ে অমর।

BANGLADARSHAN.COM

মনের খবর

তোর রূপের লেশায় পাগল এ মন
বক্ষে বাইজে মাদল গো,
দ্রিদিম দ্রিদিম বোলের তালে
খরা যৌবন মাতাল হইছ্যে গো।

পাথর ভাইঙছে বুকের মাঝে
তির তির কাঁপন ভীরু ওষ্ঠে,
ডর লাইগছে ক্যামনে পীরিতি
অজান্তে উইথলে উঠে,
দ্রিদিম দ্রিদিম বোলের তালে
খরা যৌবন মাতাল হইছ্যে গো।

রিন ঝিন ঝিন কাঁকন বাজে
আঁচল উড়াই বাতাসে,
পায়ের নূপুর রুম ঝুমিয়ে
মরদটারে ডাইকছে পাশে,
দ্রিদিম দ্রিদিম বোলের তালে
খরা যৌবন মাতাল হইছ্যে গো।

BANGLADARSHAN.COM

খুশির জোয়ারে

শুকতারা আকাশে
মিটি মিটি মিটি হাসে,
রঙিন স্বপনেরা
জাল বোনে বাতাসে।

তির তির তির তির
বয়ে চলে যায় নদী,
ডিঙাখানি আছে বাঁধা
পার হতে চাও যদি।

শন শন শন শন
মলয় বাতাস বয়,
নৃত্যের তালে তালে
মনপাখি জেগে রয়।

BANGLADARSHAN.COM

পৃথিবী যে জেগে ওঠে
ঘুম ভাঙানির গানে,
রবির কিরণে আজি
মেতে ওঠে কলতানে।

মিলন

তোমার নয়নের মাঝে
নয়ন মিলাইয়া,
রাখিলাম জীবন তরী
মায়াতে বান্ধিয়া।

এক সুরে গান গাই
দিবা নিশি জাইগ্যা,
কত যে স্বপ্ন দেখি
সুখের ঘরের লাইগ্যা।

বয়বৃক্ষের ছায়ার তলে
কী যে শান্তি পাই,
প্রেম সায়রে ডুব দিচ্ছি ভাই
আর কিছু না চাই।

BANGLADARSHAN.COM

মায়ার বাঁধন ছাইড়া মনডা
যাইতে নাহি চায়,
এই সংসারে সেই যে সুখী
যে মনের মানুষ পায়।

আলেয়া

এসেছিলে ধূমকেতুর মতো
হঠাৎ একদিন অতর্কিতে
জানার আগেই চলে গেলে
দ্বিধা নিয়ে গভীর রাতে।

পরিমার্জনা অন্তরে নিয়ে
ভাবনারা সব ঘিরে ধরে,
সংঘাতে অস্থিরতা যেন
বেড়ে ওঠে বারে বারে।

আগামী সুখের ম্লান আলো
মনের ঘরে জ্বালায় বাতি
আলেয়া হয়ে রয়েই গেলে
যতই কাটুক আঁধার রাতি।

BANGLADARSHAN.COM

নাড়ীর টান

জন্মেছিল শীতের শেষে
পোড়াকপালীর কোল জুড়ে
মায়ের স্নেহের বিশু।
জন্মদাতা উধাও কবে
অনাথিনীকে অনাথ করে
দেখলনা পুত্র শিশু।
গাঁয়ের মানুষ কুলটা বলে
বাড়ির লোক মরতে বলে
এসব মাথায় নেয়না কিছু।
অসম্মানের বোঝার ভারে
মায়ের মন টলে নারে
নারী যে নাড়ীর টানের পিছু।

BANGLADARSHAN.COM

পীরিতি

পীরিতি কইরা রে বন্ধু
কী বা পাইলাম হায়,
ঘর বান্ধার লাইগ্যা পরাণ
থাকে তোর আশায়।

দিবা নিশি কাইন্দা মরি
মন লাগে না কাজে,
পাড়ার লোকে মুচকি হাসে
মইরা গেলাম লাজে,
সুজন ক্যানে আইলো নারে
আমারে কান্দায়।

ফাগুন মাসে কোকিল ডাকে
কুহু কুহু সুরে,
এমন সময় বিদ্যাশ রইলা
মন যে উদাস করে.....

আমের বনে বোল ধরেছে
বহু দিনের পরে,
মন যে আমার উথাল পাথাল
সুজন বন্ধুর তরে,
তুষের অনল বাড়ছে বুকে
পীরিতেরই জ্বালায়।

BANGLADARSHAN.COM

শুভদৃষ্টি

নিঃশব্দে সমস্ত বাঁধন যখন উন্মুক্ত
নিবিড় হতে নিবিড়ে জড়িয়ে
জীবনের যত অঙ্গীকার,
ফিরিয়ে দিলে আমার আপন করে রাখা
সমস্ত অলংকার,
এই শুভদৃষ্টির নেই কোনো অন্ত
যেথা দুটি মন একাকার।

আহ্বানে মন ভাসিয়ে বুকেতে প্রবল জোয়ার,
নদীর গতিপথে মনের দেওয়া নেওয়ায়
ভেঙেছে বাঁধ আবার,
প্লাবিত দুটি মনের প্রেমের ঘনঘটায় বৃষ্টির উপহার।

সিক্ত হোক দুটি মন সপ্ত শিখরসম উচ্চতায় এবার,
নৃত্যের তালে ডিঙা ভাসালে দোঁহে ভেদিয়া আঁধার,
চরম আকর্ষণের বেষ্টনে আজ দুটি মন
আস্বাদন করুক ঝর্ণার।

BANGLADARSHAN.COM

অভিলাষী মন

এত কাছে তবু মনে হয় বহুদূরে,
মন দিনু যারে ঠিকানা তার সুদূরে,
ছুটে চলে আসা অভিলাষী মন,
চোখ মেলে দেখি সত্য স্বপন।

নিঃশব্দে এলে এত কাছে
গ্রহণ করিতে ভাবিনা মিছে,
উন্মুক্ত আজ সকল দুয়ার,
এঁকেছি প্রেম চরম গভীরতার।

প্রেম সাজে আজ সেজেছে হৃদয়,
চঞ্চলতা মন ছুঁয়ে যায়,
সাগরে আজ ঢেউ এর সজ্জা,
আভরণ মোর নারীর লজ্জা।

BANGLADARSHAN.COM

নিঃশব্দ অভিমান

কেন সে ফিরে এল না?
নিঃশব্দ অভিমানে আসেনা বিদ্রোহ,
বসন্তমাখা ওষ্ঠ দুখানি গ্রীষ্মের খরা তাপে দগ্ধ হলেও
এ মন চায় না কলহ।

গভীর রাতে অপলক দৃষ্টি কড়িকাঠ গোনে,
ঘুলঘুলি দিয়ে আসা একফালি আলোয়
চোখ ঝলসে যায়,
নিঃশ্বাস আজ বিশ্বাসহীন প্রান্তরে মাথা কুটে মরে,
অলস অপেক্ষা তাকে বিরক্ত করে অহরহ।

BANGLADARSHAN.COM

নষ্ট মেয়ে

ভাবছি কার কাছে রেখে যাব
আমার কান্না ভেজানো গভীর রাতগুলো,
নিজের রাজত্বে দুঃশাসনকে প্রবেশ করতে
না দেবার মূল্য
আমাকে দিতে হয় অনেক বার।

আজও ভীমকে খুঁজে মরি বাংলার মাঠে ঘাটে,
নষ্ট মেয়ের জন্য কার কী এসে যায়?
হাজার হাজার মধ্যরাত্রি
ফুটছে গরম জলে.....
চারদিকে শূন্যতা
কে আছে ভাববার?

BANGLADARSHAN.COM

পথ ও পথিক

এক টুকরো রুটির সন্ধানে
কেটে যায় দুই প্রহর,
পথের প্রান্তে আজ পথিক
খিদের জ্বালায় করছে হাহাকার,
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর,
এক আকাশ স্বপ্ন নিয়ে
পথিক আজ নাজেহাল বড়।

খিদের ঘরে আগল দিয়েছে পথিক,
পথ হল ধূসর,
জীবনের রঙ আজ বিবর্ণ প্রায়.....
সম্মুখে ধু ধু বিস্তর প্রান্তর,
কলম ধরে পথিক....
লেখায় মগ্ন করল নিজেকে,
পথিক সহজে পথকে করল ঘর।

BANGLADARSHAN.COM

বন্ধুর লাইগ্যা

শোন রে সখী শোন রে
মনের কথা শোন রে,
আইজ দুপুরের ডাকে পাইলাম
চিঠি একখান রে।

আশ্বিনেতে দুগ্গা পূজা
খুশির সীমা নাই,
সুজন বন্ধুর আসার খবর
চিঠির মধ্যে পাই।

রঙ বেরঙের গয়না পরুম
নতুন সাজে সাজুম,
তোলা আছে তারই দেওয়া
জামদানী শাড়ি রে
জামদানী শাড়ি....
ইলিশ মাছের ঝোল রান্ধুম
পাবদা মাছের ঝাল,
পিঠা রান্ধুম আর রান্ধুম
সোনা মুগের ডাল।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥